খ্রীষ্টের আজ্ঞা সমূহ

“আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু।” যোহন ১৫:১৪

“আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও।” মথি ২৮:২০

“এই সকল যখন তোমরা জান, ধন্য তোমরা, যদি এই সকল পালন কর।” যোহন ১৩:১৭

“যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পারিবে।” মথি ৭:২১

“আর বাক্যের কার্যকারী হও, আপনাদিগকে ভুলাইয়া শ্রোতামাত্র হইও না।” যাকোব ১:২২

“যে ব্যক্তি বলে, আমি তাঁহাকে জানি, তথাপি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন না করে, সে মিথ্যাবাদী এবং তাঁহার অন্তরে সত্য নাই।” ১ম যোহন ২:৪

খ্রীষ্টের আজ্ঞা

এবং প্রেরিতদের আজ্ঞা কারণ যীশু খ্রীষ্ট বলেন, "যে তোমাদিগকে মানে, সে আমাকেই মানে" (লূক ১০:১৬) এবং পৌল বলেন, "আমি তোমাদের কাছে যাহা যাহা লিখিলাম, সেই সকল প্রভুর আজ্ঞা।" (১ম করিন্থীয় ১৪:৩৭)

১। ঈশ্বর সম্পর্কে

১। "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে" মথি ২২:৩৭।

২। "যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে ('গেহেনা') বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর" মথি ১০:২৮।

৩। "প্রভুতেই শ্লাঘা করুক", "মনুষ্যদের শ্লাঘা না করুক" ১ম করিন্থীয় ৩:২১; ২য় করিন্থীয় ১০:১৭।

৪। "তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও", "তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভাল-মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য উদিত করেন, এবং ধার্মিক-অধার্মিকগণের উপরে জল বর্ষান।" মথি ৫:৪৫-৪৮; ইফিষীয় ৫:১।

৫। "তাঁহাদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়।" লূক ১৮:১; মথি ৭:৭; ২৬:৪১; ইফিষীয় ৬:১৮; ফিলিপীয় ৪:৬; কলসীয় ৪:২; ১ম থিষলনীকীয় ৫:১৭; ১ম তীমথিয় ২:৮; ইব্রীয় ৪:১৬. "প্রার্থনাকালে তোমরা অনর্থক পুনরুক্তি না" - সংক্ষিপ্ততা ও সাদামাটাভাবে প্রার্থনা কর, মথি ৬:৭। গোপনে প্রার্থনা কর, মথি ৬:৬।

৬। "ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ", "তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেলিয়া দেও", ঈশ্বর তোমার সমস্ত প্রয়োজন জানেন এবং

প্রতিপালন করবেন, মার্ক ১১:২২; মথি ৬:২৫; ফিলিপীয় ৪:৬; ১ম পিতর ৫:৭।

৭। ঈশ্বরের কার্য সম্পূর্ণভাবে কর, কারণ "তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না" মথি ৬:২৪; রোমীয় ১২:১।

৮। "সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর, কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশে ঈশ্বরের ইচ্ছা" ইফিষীয় ৫:২০; কলসীয় ৩:১৫,১৭; ১ম থিষলনীকীয় ৫:১৮; ইব্রীয় ১৩:১৫।

৯। "তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর", এবং বল, "প্রভুর ইচ্ছা হইলেই আমরা বাঁচিয়া থাকিব, এবং এ কাজটি বা ও কাজটি করিব" যাকোব ৪:১৫; হিতোপদেশ ৩:৬।

১০। "তোমরা তাহাদের (জগৎজনের) মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, ও পৃথক হও" - আমাদের ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণের মত হতে হবে; ২য় করিন্থীয় ৬:১৪-১৭।

২। খ্রীষ্ট সম্পর্কে

১১। "বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন" ইফিষীয় ৩:১৭।

১২। "যদি কেহ আমার নিকটে আইসে, আর আপন পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতৃগণ, ও ভগিনীগণকে এমন কি নিজ প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না" - যীশু খ্রীষ্ট সবকিছু উপরে, লূক ১৪:২৬; মথি ১০:৩৭।

১৩। "ঊর্ধ্বস্থ বিষয় (খ্রীষ্ট) ভাব, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না" কলসীয় ৩:১-৪; ১ম যোহন ২:১৫।

১৪। "খ্রীষ্ট... তোমাদের জন্য এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর" ১ম পিতর ২:২১-২৩; যোহন ১৩:১৫।

১৫। খ্রীষ্টে "থাক", তোমার মন ও প্রেমে খ্রীষ্ট থাক, যোহন ১৫:৭; ইব্রীয় ২:১।

১৬। সপ্তাহের প্রথম দিনে যীশু খ্রীষ্টকে রুটি ভাঙ্গা দ্বারা স্মরণ কর - যীশু এ ভোজ নির্দিষ্ট দেলেন, "আমার স্মরণার্থে ইহা করিও" মথি ২৬:২৬-২৭, ১ম করিন্থীয় ১১:২৪-২৬; প্রেরিত ২:৪২; ২০:৭; ১ম করিন্থীয় ১৬:২।

১৭। মনুষ্যদের সাক্ষাতে যীশুকে স্বীকার কর, "তুমি লজ্জিত হইও না" লূক ১২:৮; মার্ক ৮:৩৮; ২য় তীমথিয় ১:৮। কিন্তু "পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না" মথি ৭:৬।

১৮। "তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে দণ্ড তোমরা মনে করিবে না, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আসিবেন" এবং "আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, পাছে ভোগপীড়ায় ও মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্ত হয়, আর সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমাদের উপরে আসিয়া পড়ে" মথি ২৪:৪৪; লূক ১২:৩৫-৩৭; ১৪:২৬; ২১:৩৪; ২য় পিতর ৩:১৪।

১৯। "শেষ পর্যন্ত স্থির থাক", "তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার মত [আমার] সহিত ক্লেশভোগ স্বীকার কর" মথি ২৪:১৩; ২য় তীমথিয় ২:৩।

২০। "আদি হইতে আমাদের নিশ্চয়জ্ঞান শেষ পর্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধারণ করি", ('শেষ পর্যন্ত' = মৃত্যু বা যীশুর দ্বিতীয় আগমন) প্রকাশিত বাক্য ২:১০-২৫; ইব্রীয় ৩:১৪।

৩। প্রভুতে ভাইবোন সম্পর্কে

২১। "তোমরা সত্যের আজ্ঞাবহতায় অকল্পিত ভ্রাতৃপ্রেমের নিমিত্ত আপন আপন প্রাণকে বিশুদ্ধ করিয়াছ বলিয়া অন্তঃকরণে পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর" যোহন ১৩:৩৪; রোমীয় ১২:১০;

ইফিষীয় ৫:২; কলসীয় ৩:১৪; ১ম থিষলনীকীয় ৪:৯; ইব্রীয় ১৩:১; ১ম পিতর ১:২২; ৪:৮; ১ম যোহন ৩:১৪-১৯।

২২। ভ্রাতৃগণ অন্যদের উপরে প্রভুত্ব করে না, কিন্তু "তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠের ন্যায় হউক; এবং যে প্রধান, সে পরিচারকের ন্যায় হউক"। খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত পালন কর; মথি ২৩:১১; লূক ২২:২৬-২৭; যোহন ১৩:১৩-১৭।

২৩। অকারণে (সত্য কারণ ছাড়া) আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ কর না। যত্ন নেও কারণ ক্রোধের মধ্যে পাপ করতে পার, মথি ৫:২২; ইফিষীয় ৪:২৬; কলসীয় ৩:৮।

২৪। যদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে ভঙ্গ হয়, "প্রথমে তোমার ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হও" এবং সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা কর, মথি ৫:২৪; ১৮:৩৫; কলসীয় ৩:১৩।

২৫। "আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপরাধ (পাপ) করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও" - তোমার উদ্দেশ্য: "আপন ভ্রাতাকে লাভ করিবে" মথি ১৮:১৫; গালাতীয় ৬:১; যাকোব ৫:১৯-২০।

২৬। "বিরুদ্ধে আর্তস্বর করিও না", "বিচার করিও না", "দোষী করিও না", মথি ৭:১; লূক ৬:৩৭; রোমীয় ১৪;১৩; ১ম করিন্থীয় ৪:৫; যাকোব ৪:১১; ৫:৯।

২৭। "যাহার সাংসারিক জীবনোপায় আছে, সে আপন ভ্রাতাকে দীনহীন দেখিলে যদি তাহার প্রতি আপন করুণা রোধ করে, তবে ঈশ্বরের প্রেম কেমন করিয়া তাহার অন্তের থাকে?", "ক্লিষ্টদের উপকার করিয়া থাক" প্রেরিত ২০:৩৫; রোমীয় ১২:১৩; ১ম তীমথিয় ৫:১০; যাকোব ২:১৬; গালাতীয় ৬:১০; ১ম যোহন ৩:১৭।

২৮। "প্রত্যেক জন আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখ", "তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর", ফিলিপীয় ২:৪; ১ম করিন্থীয় ১০:২৪; গালাতীয় ৬:২।

২৯। "তোমরা সকলে সমমনা", "যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও যে যে বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে গাঁথিয়া তুলিতে পারি, আমরা সেই সকলের অনুধাবন করি" ১ম করিন্থীয় ১:১০; ২য় করিন্থীয় ১৩:১১; ১ম পিতর ৩:৮; রোমীয় ১৪:১৯।

৩০। "তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর" যাকোব ৫:১৬।

৪। অন্য জন (বহিঃস্থ লোক) সম্পর্কে

৩১। "তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক্" মথি ৫:১৬; ১০:৩২-৩৩। "জীবনের বাক্য ধরিয়া রহিয়াছ" ফিলিপীয় ২:১৫-১৬। যে যে বিনষ্ট পথে আছে, তাদেরকে বল, "আইস"। প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭।

৩২। "তুমি যখন বিপক্ষের সঙ্গে পথে থাক, তখন তাহার সহিত শীঘ্র মিলন করিও", শান্তির জন্য "তোমরা নিজেরা প্রতিশোধ লইও না, বরং ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও" মথি ৫:২৫; ১ম করিন্থীয় ৬:৭; রোমীয় ১২:১৮-১৯।

৩৩। "আমরা যেমন সুযোগ পাই, তেমনি সকলের প্রতি, বিশেষতঃ যাহারা বিশ্বাস-বাটীর পরিজন, তাহাদের প্রতি সৎকর্ম করি।" শমরীয় লোক বিদেশীকে সাহায্য করেছেন, "যাও, তুমিও সেরূপ কর"। "তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে ভোজন করাও; যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে পান করাও।" গালাতীয় ৬:১০; লূক ৬:২৭-২৮; ১০:৩৭; রোমীয় ১২:২০; মথি ৫:৪৪।

৩৪। "যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও" মথি ৫:৪৪।

৩৫। “মন্দের পরিশোধে কাহারও মন্দ করিও না” রোমীয় ১২:১৭; ১ম থিষলনীকীয় ৫:১৫। “মন্দের পরিশোধে মন্দ করিও না, এবং নিন্দার পরিশোধে নিন্দা করিও না; বরং আশীর্বাদ কর” ১ম পিতর ৩:৯। “আশীর্বাদ কর, শাপ দিও না” রোমীয় ১২:১৪।

৩৬। “তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না”, “যে তোমার দ্রব্য তুলিয়া লয়, তাহার কাছে তাহা আর চাহিও না”, “তোমরা নিজেরা প্রতিশোধ লইও না, বরং ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও” মথি ৫:৩৯-৪০; লূক ৬:২৯-৩০; রোমীয় ১২:১৯।

৩৭। “তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজয় কর” রোমীয় ১২:২১।

৩৮। “সর্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও” মথি ৭:১২; লূক ৬:৩১।

৩৯। “তোমরা আর পরজাতীয়দের ন্যায় চলিও না” ইফিষীয় ৪:১৭; “আর অন্ধকারের ফলহীন কর্ম সকলের সহভাগী হইও না” ইফিষীয় ৫:৭-১১; “এই যুগের অনুরূপ হইও না” রোমীয় ১২:২; “তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, ও পৃথক হও” ২য় করিন্থীয় ৬:১৭।

৪০। “যেন বহিঃস্থ লোকদের প্রতি তোমরা শিষ্টাচারী হও”; “বিপক্ষকে নিন্দা করিবার কোন সূত্র না দিউক”; “যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও অমায়িক হও, এই কালের সেই কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও, যাহাদের মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোতির্গণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ” ১ম থিষলনীকীয় ৪:১২; ১ম তীমথিয় ৫:১৪; ফিলিপীয় ২:১৫।

৫। তোমার নিজ চরিত্র সম্পর্কে

৪১। "আপনার সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও" ১ম পিতর ১:১৫-১৬; "সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতার অনুধাবন কর" ইব্রীয় ১২:১৪।

৪২। "তোমরা সর্পের ন্যায় সতর্ক ও কপোতের ন্যায় অমায়িক হও" মথি ১০:১৬; ফিলিপীয় ২:১৫; "অজ্ঞানের ন্যায় না চলিয়া" ইফিষীয় ৫:১৫-১৭; অমায়িক, মৃদু, মধুর ভাব, করুণা, দয়ালু, ক্ষমাশীল; ২য় তীমথিয় ২:২৪; তীত ২:২; ইফিষীয় ৪:৩২; কলসীয় ৩:১২; মথি ১৮:৩৫।

৪৩। বৃদ্ধ ও যুবক মিতাচারী, ধীর, আন্তরিক, সংযত; ফিলিপীয় ৪:৫; তীত ২:২,৭; ১ম পিতর ১:১৩; ৫:৮।

৪৪। "যাহা কিছু কর, প্রাণের সহিত কার্য কর, মনুষ্যের কর্ম নয়, কিন্তু প্রভুরই কর্ম বলিয়া কর" রোমীয় ১২:১-২; কলসীয় ৩:২৩।

৪৫। "তোমরা জাগিয়া থাক, বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া থাক, বীরত্ব দেখাও, বলবান হও"; সাহসী, আনন্দিত, ভদ্র; ১ম করিন্থীয় ১৬:১৩; ফিলিপীয় ৪:৪; ১ম থিষলনীকীয় ৫:৬,৮,১০; ২য় পিতর ১:৫-৭।

৪৬। "যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর; যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর" রোমীয় ১২:১৫।

৪৭। "নম্রতায় কটিবন্দন কর", অহঙ্কারী নয়। "উচ্চ উচ্চ বিষয় ভাবিও না, কিন্তু অবনত বিষয় সকলের সহিত আকর্ষিত হও" লূক ১৪:১১-১৩; রোমীয় ১১:২০; ১২:৩-১৬; ফিলিপীয় ২:৩; কলসীয় ৩:১২; ১ম পিতর ৫:৫-৬।

৪৮। "সকলের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু হও" (বিশেষভাবে দুর্বল ও পাপীদের) রোমীয় ১২:১০; ১৪:১; ১৫:১; ১ম থিষলনীকীয় ৫:১৪; "সর্বপ্রকার কটুকাটব্য, রোষ ক্রোধ, কলহ, নিন্দা এবং সর্বপ্রকার

হিংসা তোমাদের হইতে দূরীকৃত হউক” ইফিষীয় ৪:৩১; ১ম পিতর ২:১।

৪৯। “যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্‌গুণ ও যে কোন কীর্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর” ফিলিপীয় ৪:৮। “যাহা মন্দ, তাহা নিতান্তই ঘৃণা কর”; “সর্বপ্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক” রোমীয় ১২:৯; ১ম থিষলনীকীয় ৫:২২।

৫০। মাংসের কার্য না কর, “সেইগুলি এই - বেশ্যাগমন, অশুচিতা, স্বৈরিতা, প্রতিমাপূজা, কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, মাৎসর্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ”, “সর্বপ্রকার অশুদ্ধতার বা লোভ... আর কুৎসিত ব্যবহার এবং প্রলাপ” ইফিষীয় ৫:৩-৪; গালাতীয় ৫:১৯-২১।

৬। তোমার কর্ম সম্পর্কে

৫১। “তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর” ১ম করিন্থীয় ১০:৩১; কলসীয় ৩:১৭।

৫২। “আর মনুষ্যদের অভিলাষে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় মাংসবাসের অবশিষ্ট কাল যাপন কর” ১ম পিতর ৪:২; “তোমরা আপনাদিগকে পাপের সম্বন্ধে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত বলিয়া গণনা কর” রোমীয় ৬:১১; “প্রাণের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন কর” ইফিষীয় ৬:৬; “যাহারা জীবিত আছে, তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে, যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন, ও উত্থাপিত হইলেন” ২য় করিন্থীয় ৫:১৫।

৫৩। ভালো কার্যে উদ্দীপনা কর; "প্রভুর কার্যে সর্বদা উপচিয়া পড়"; "আমরা সৎকর্ম করিতে করিতে নিরুৎসাহ না হই" তীত ২:১৪; ১ম করিন্থীয় ১৫:৫৮; ১ম থিষলনীকীয় ৪:১; ইব্রীয় ৬:১১; গালাতীয় ৬:৯; ২য় থিষলনীকীয় ৩:১৩।

৫৪। "ভাক্ত ভাববাদিগণ (শিক্ষকেরা) হইতে সাবধান" মথি ৭:১৫; ফিলিপীয় ৩:২; ১ম যোহন ৪:১।

৫৫। "সাবধান, সর্বপ্রকার লোভ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিও"; "তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না", কিন্তু "সর্বপ্রকার সৎক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হও" লূক ১২:১৫; মথি ৬:১৯; তীত ৩:১; ইব্রীয় ১৩:৫।

৫৬। "যে তোমার কাছে যাচঞা করে, তাহাকে দেও"; "পবিত্রগণের অভাবের সহভাগী হও"; "ক্লেশাপন্ন পিতৃমাতৃহীনদের ও বিধবাদের তত্ত্বাবধান কর"; "প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন হৃদয়ে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে, তদনুসারে দান করুক, মনোদুঃখপূর্বক কিম্বা আবশ্যক বলিয়া না দিউক; কেননা ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভালবাসেন"; "সেই প্রকার যজ্ঞে ঈশ্বর প্রীত হন" মথি ৫:৪২; রোমীয় ১২:১৩; ২য় করিন্থীয় ৯:৬-৮; ইব্রীয় ১৩:১৬; যাকোব ১:২৭।

৫৭। "সাবধান, লোককে দেখাইবার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের ধর্মকর্ম করিও না"; "কিন্তু তুমি যখন দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিও না" মথি ৬:১-৪।

৫৮। "ধন সঞ্চয় করিতে অত্যন্ত যত্ন করিও না"; "কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন পাইলে আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব" ১ম তীমথিয় ৬:৮; যোহন ৬:২৭; মথি ৬:১৯; হিতোপদেশ ২৩:৪।

৫৯। ধন বিপজ্জনক; সেই জন্য তোমার ধন যদি হয়, এই ধন প্রভুর কার্যে উদারভাবে ব্যবহার কর; ১ম তীমথিয় ৬:১০, ১৭-১৯ পদ; লূক ১২:১৮-২১; ১৬:৯-১৩; ১ম পিতর ৪:১০।

৬০। “তোমরা আত্মার বশে চল”; “তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার যোগ্যরূপে চল”; “তোমরা পূর্বকালীন আচরণ সম্বন্ধে সেই পুরাতন মনুষ্যকে ত্যাগ কর”; “এবং সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান কর”; “আর আপন আপন মনের ভাবে যেন ক্রমশঃ নবীনীকৃত হও” গালাতীয় ৫:১৬-২৬; ইফিষীয় ৪:১, ২২-২৪ পদ; ৫:৮-১৯; কলসীয় ৩:৯।

৬১। “আমরা মাংসের ও আত্মার সমস্ত মালিন্য হইতে আপনাদিগকে শুচি করি”; তোমার দেহ ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের মন্দির; “যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন” ২য় করিন্থীয় ৭:১; ১ম থিষলনীকীয় ৪:৩; ১ম করিন্থীয় ৩:১৬-১৭; ৬:১৫-২০।

৬২। “সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতার অনুধাবন কর” ইব্রীয় ১২:১৪; রোমীয় ১২:১৮; ১৪:১৯; ২য় করিন্থীয় ১৩:১১; ইফিষীয় ৪:৩।

৬৩। “আমাদের প্রত্যেক জন যাহা উত্তম, তাহার জন্য, গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত, প্রতিবাসীকে তুষ্ট করুক”; “যেমন আমিও (প্রেরিত পৌল) সকল বিষয়ে সকলের প্রীতিকর হই, আপনার হিত চেষ্টা করি না, কিন্তু অনেকের হিত চেষ্টা করি, যেন তাহারা পরিত্রাণ পায়” রোমীয় ১৫:২; ১ম করিন্থীয় ১০:৩৩।

৬৪। “তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কার্য কর” ফিলিপীয় ২:১৪।

৬৫। “বাধ্য হয়, সর্বপ্রকার সৎক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, কাহারও নিন্দা না করে, নির্বিরোধ ও ক্ষান্তশীল হয়, সকল মনুষ্যের কাছে সম্পূর্ণ মৃদুতা দেখায়” তীত ৩:২।

৬৬। “তোমরা ইহা জ্ঞাত আছ। কিন্তু তোমাদের প্রত্যেক জন শ্রবণে সত্বর, কথনে ধীর, ক্রোধে ধীর হউক” যাকোব ১:১৯।

৬৭। "সে অধার্মিকতা হইতে দূরে থাকুক"; "তোমাদের মধ্যে কেহ যেন নরঘাতক, কি চোর, কি দুষ্কর্মকারী কি পরধিকারচর্চাকারী বলিয়া দুঃখভোগ না করে" ২য় তীমথিয় ২:১৯; ১ম পিতর ৪:১৫।

৬৮। "যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে দুঃখভোগ করে, তাহারা সদাচরণ করিতে করিতে আপন আপন প্রাণকে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার হস্তে গচ্ছিত রাখুক"; "অপকারের পরিশোধে কেহ কাহারও অপকার না কর"; "যে পরিমাণে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগী হইতেছ, সেই পরিমাণে আনন্দ কর" ১ম পিতর ৪:১৯; ১ম থিষলনীকীয় ৫:১৫; ১ম পিতর ৪:১৩।

৬৯। "যৌবনকালের অভিলাষ হইতে পলায়ন কর; এবং যাহারা শুচি হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে, তাহাদের সহিত ধার্মিকতা, বিশ্বাস, প্রেম ও শান্তির অনুধাবন কর" ১ম তীমথিয় ৬:১১; ২য় তীমথিয় ২:২২।

৭০। "খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক"; "নবজাত শিশুদের ন্যায় সেই পারমার্থিক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর, যেন তাহার গুণে পরিত্রাণের জন্য বৃদ্ধি পাও"; "এই সকল বিষয়ে চিন্তা কর, এই সকলে একনিষ্ঠ হও" কলসীয় ৩:১৬; ১ম পিতর ২:২; ১ম তীমথিয় ৪:১৫।

৭১। তোমার ঋণ পরিশোধ কর; "তোমরা কাহারও কিছু ধারিও না, কেবল পরস্পর প্রেম ধারিও" রোমীয় ১৩:৭-৮।

৭২। "তাহারা আধিপত্যের ও কর্তৃত্বের বশীভূত হয়"; "তোমার প্রভুর জন্য মানব-সৃষ্ট সমস্ত নিয়োগের বশীভূত হও"; কিন্তু যদি মনুষ্যদের নিয়ম এবং ঈশ্বরের নিয়ম আলাদা, তবে ঈশ্বরের নিয়ম বশীভূত কর; তীত ৩:১; ১ম পিতর ২:১৩-১৭; রোমীয় ১৩:৬; প্রেরিত ৪:১৯।

৭। তোমার চিন্তা ও কথা সম্পর্কে

৭৩। তোমরা যদি মন্দ বিষয়ের অভিলাষ মনে স্থান দেও, এটা পাপ, ও নিষেধ; মথি ৫:২৭-২৮।

৭৪। "তোমরা পৃথিবীস্থ আপন আপন অঙ্গ সকল মৃত্যুব কর"; "মাংসকে তাহার মতি ও অভিলাষসুদ্ধ ক্রুশে দিয়াছে" কলসীয় ৩:৫; গালাতীয় ৫:২৪; ১ম করিন্থীয় ৯:২৭।

৭৫। তোমার পথ থেকে সকল আত্মিক বিঘ্ন ফেলিয়া দেও, যদিও যন্ত্রণা ও ক্ষতি হয়; মথি ৫:২৯; ইব্রীয় ১২:১।

৭৬। "তোমাদের বাক্য সর্বদা অনুগ্রহযুক্ত হউক, লবণে আস্বাদযুক্ত হউক"; "তোমাদের মুখ হইতে কোন প্রকার কদালাপ বাহির না হউক"; "অদূষ্য নিরামন বাক্য প্রদর্শন কর"; "শিক্ষাতে অবিকার্যতা, ধীরতা" মথি ৫:৩৭; ইফিষীয় ৪:২৯; কলসীয় ৩:৮; ৪:৬; তীত ২:৭-৮।

৭৭। "যদি কেহ কথা বলে, সে এমন বলুক, যেন ঈশ্বরের বাণী বলিতেছে" ১ম পিতর ৪:১১।

৭৮। "প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীর সহিত সত্য আলাপ করিও"; "এক জন অন্য জনের কাছে মিথ্যা কথা কহিও না" ইফিষীয় ৪:২৫; কলসীয় ৩:৯।

৭৯। "কোন দিব্যই করিও না"; "তোমাদের হাঁ হাঁ এবং না না হউক" মথি ৫:৩৪; যাকোব ৫:১২।

৮০। "একই মুখ হইতে ধন্যবাদ ও শাপ বাহির হয়। হে আমার ভ্রাতৃগণ, এই সকল এমন হওয়া অনুচিত" যাকোব ৩:১০।

৮। বিবাহ সম্পর্কে

৮১। "...সে স্বাধীন হয়, যাহাকে ইচ্ছা করে, তাহার সহিত বিবাহিতা হইতে পারে, কিন্তু কেবল প্রভুতেই" ১ম করিন্থীয় ৭:৩৯।

৮২। "ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন (স্বামী স্ত্রী), মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক... ব্যভিচার দোষ ব্যতিরেকে" মথি ১৯:৬-৯; ১ম করিন্থীয় ৭:১০; "যাহারা ব্যভিচারী... ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না" ১ম করিন্থীয় ৬:৯।

৮৩। "যদি কোন ভ্রাতার অবিশ্বাসিনী স্ত্রী থাকে, আর সেই নারী তাহার সাহিত বাস করিতে সম্মত হয়, তবে সে তাহাকে পরিত্যাগ না করুক; আবার যে স্ত্রীর অবিশ্বাসী স্বামী আছে, আর সেই ব্যক্তি তাহার সহিত বাস করিতে সম্মত হয়, তবে সে স্বামীকে পরিত্যাগ না করুক" ১ম করিন্থীয় ৭:১২-১৫।

৮৪। "স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন" ইফিষীয় ৫:২৫; কলসীয় ৩:১৯; ১ম পিতর ৩:৭।

৮৫। "নারীগণ, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বশীভূত হও", তাকে প্রেম ও বাধ্য কর; ইফিষীয় ৫:২৩-২৪; কলসীয় ৩:১৮; ১ম পিতর ৩:১।

৯। পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে

৮৬। "তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে...প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুল"; "এবং সম্পূর্ণ ধীরতা সহকারে সন্তানগণকে বশে রাখেন" ইফিষীয় ৬:৪; কলসীয় ৩:২১; ১ম তীমথিয় ৩:৩-৪।

৮৭। "সন্তানেরা, তোমরা সর্ববিষয়ে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও" ইফিষীয় ৬:১; কলসীয় ৩:২০।

১০। প্রভু এবং দাস সম্পর্কে

৮৮। "প্রভুরা, তোমরা দাসদের প্রতি ন্যায় ও সাম্য ব্যবহার কর"; দাসদেরকে দয়ালু; ইফিষীয় ৬:৯; কলসীয় ৪:১।

৮৯। "দাসেরা, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ, তেমনি ভয় ও কম্প সহকারে, তোমাদের অন্তঃকরণের সরলতায়, মাংস অনুযায়ী আপন আপন প্রভুদের আজ্ঞাবহ হও; মনুষ্যের তুষ্টিকরের ন্যায় চাক্ষুষ সেবা না করিয়া, বরং খ্রীষ্টের দাসের ন্যায় প্রাণের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছ বলিয়া"; "কেবল সজ্জন ও শান্ত মনিবদের নয়, কিন্তু কুটিল মনিবদেরও বশীভূত হও" ইফিষীয় ৬:৫-৮; কলসীয় ৩:২২; ১ম তীমথিয় ৬:১-২; ১ম পিতর ২:১৮। কিন্তু দাস ত্যাগ করতে পারে; ১ম করিন্থীয় ৭:২১।

৯০। "যাহাদের বিশ্বাসী কর্তা আছে, তাহারা তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান না করুক; বরং আরও যত্নে দাস্যকর্ম করুক"; কর্তব্যকর্মে অমনোযোগ কর না; ১ম তীমথিয় ৬:২।

১১। অবাধ্য ভ্রাতৃগণ সম্পর্কে

৯১। "আর যদি কেহ... আমাদের (প্রেরিতদের) বাক্য না মানে, তবে তাহাকে চিহ্নিত করিয়া রাখ, তাহার সংসর্গে থাকিও না" ২য় থিষলনীকীয় ৩:১৪।

৯২। "তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহার বিপরীতে যাহারা দলাদলি ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে চিনিয়া রাখ ও তাহাদের হইতে দূরে থাক" রোমীয় ১৬:১৭।

৯৩। "যে কোন ভ্রাতা অনিয়মিতরূপে চলে, এবং তোমরা আমাদের নিকট হইতে যে শিক্ষা (প্রেরিতদের শিক্ষা) পাইয়াছ, তদনুসারে চলে না, তাহার সঙ্গ ত্যাগ কর" ২য় থিষলনীকীয় ৩:৬।

৯৪। "তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে সেই দুষ্টকে বাহির করিয়া দেও" ১ম করিন্থীয় ৫:১১-১৩।

৯৫। "যদি কেহ সেই শিক্ষা (যীশু ও প্রেরিতদের শিক্ষা) না লইয়া তোমাদের কাছে আইসে, তবে তাহাকে বাটীতে (মণ্ডলীতে) গ্রহণ করিও না" ২য় যোহন ৮-১০ পদ; ১ম তীমথিয় ৬:৩-৫; তীত ৩:১০।

৯৬। "যদি কেহ কার্য করিতে না চায়, তবে সে আহারও না করুক"; তাকে উপশম দিও না; ২য় থিষলনীকীয় ৩:১০; ১ম তীমথিয় ৫:৮।

১২। ভ্রাতৃগণের সমাগম সম্পর্কে

৯৭। "সকলই শিষ্ট ও সুনিয়মিতরূপে করা হউক" ১ম করিন্থীয় ১৪:৪০।

৯৮। "তোমাদের সকল কার্য প্রেমে হউক"; "তোমরা সকলেই এক জন অন্যের সেবার্থে নম্রতায় কটিবন্ধন কর" ১ম করিন্থীয় ১৬:১৪; ১ম পিতর ৫:৫।

৯৯। মণ্ডলীতে "নারী... মৌনভাবে থাকিতে বলি" ১ম তীমথিয় ২:১১-১২; "নারীগণ সলজ্জ ও সুবুদ্ধিভাবে পরিপাটি বেশে আপনাদিগকে ভূষিত করুক" ১ম তীমথিয় ২:৯; ১ম পিতর ৩:৩-৪।

১০০। "ভোজন কি পান, কি উৎসব, কি অমাবস্যা, কি বিশ্রামবার, এই সকলের সম্বন্ধে কেহ তোমাদের বিচার না করুক" কলসীয় ২:১৬; ১ম করিন্থীয় ১০:২৫; রোমীয় ১৪:৫-৭; কিন্তু "তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর" ১ম করিন্থীয় ১০:৩১; ১ম পিতর ১:১৫-১৬; ইব্রীয় ১২:১৪।